R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

V. I. P.
ALFA স্যুটকেস
এখন তিন বছরের
গ্যারান্টিতে পাচ্ছেন
অনুমোদিত ডিলার ঃ
প্রভাত ষ্টোর
রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
ফোন ঃ ৬৬০৯৩

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

উপহারে দেবেন
বাড়ীর ব্যবহারে নেবেন
হকিন্স প্রেসার কুকার
সব থেকে বিক্রী বেশি
অনুমোদিত ডিলার ঃ
প্রভাত ষ্টোর
দুলুর দোকান
রঘুনাথগঞ্জ দরবেশপাড়া

৮৪শ বর্ষ
৪র্থ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২৮শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৪০৪ সাল।
১১ই জুন, ১৯৯৭ সাল।
নগদ মূল্য : ৭৫ পয়সা
বার্ষিক ৩০ টাকা

জেলা পরিষদ অফিস থেকে জাল ভাউচারে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা তুলতে গিয়ে ঠিকাদার গ্রেপ্তার

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ গত ২৯ মে বহরমপুরে মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদ অফিস থেকে জাল ভাউচার দিয়ে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা তোলার এক ঘটনা ঘটে। সিপিএমের সদস্য জনৈক ঠিকাদার জোসেফ বিশ্বাস জেলা পরিষদের গঙ্গা ভাঙ্গনের কাজে বোল্ডার সরবরাহের এই জাল ভাউচার দাখিল করেন বলে অভিযোগ। জোসেফের বাড়ী জঙ্গিপুরে। তিনি প্রাক্তন সিপিএম বিধায়ক তোয়াব আলির শ্যালক এবং তাঁর ধুলিয়ানের বাড়ীতেই থাকতেন। সন্দেহ এই ভাউচারগুলিতে পূর্বে পেমেন্ট নেওয়া হয়েছে পরে নকল ভাউচার তৈরী করে আবার পেমেন্ট নেবার চেষ্টা করার সময় এই ঘটনা ধরা পড়ে। জোসেফ এখন পুলিশ হাজতে। বহরমপুর পুলিশ গত ২ জুন আসামীকে নিয়ে তদন্তের স্বার্থে ধুলিয়ান এসে তোয়াব আলির বাড়ীতে তল্লাসী চালায়। কিন্তু সেখানে আপত্তিকর কোন কাগজপত্র (শেষ পৃষ্ঠায়)

ফ্রেজারনগর গ্রামে সিপিএম বিজেপি বিরোধ তুঙ্গে

জঙ্গিপুর ঃ রঘুনাথগঞ্জ ২ ব্লকের ফ্রেজারনগরে গ্রামবাসীদের মধ্যে রাজনৈতিক দলাদলি চরমে উঠেছে বলে খবর। এখানে বিজেপির আধিপত্য কমাতে পুলিশের মদতে সিপিএম রীতিমত বিভীষিকার সৃষ্টি করেছে বলে জানা যায়। থানার তৎকালীন ওসি প্রবীর রায়ের দাপটে ও বিজেপির কিছু নেতার সহযোগিতায় দলে ভঙ্গন ধরে। বিজেপি থেকে বেশ কিছু সমর্থক সিপিএমে যোগ দেওয়ায় সিপিএম দল জোরদার হয়ে আরও ভাঙ্গন ধরাতে গাঁয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছে বলে বিজেপির স্থানীয় নেতা চিত্ত মুখার্জীর অভিযোগ বিজেপির সমর্থক অবস্থাপন্ন সাধু মণ্ডলের কাছ থেকে সিপিএম সমর্থকরা ত্রিশ হাজার টাকা দাবী করে। সাধু টাকা দিতে রাজী হন না। তখন গ্রামে রটানো হয় তাঁর ছোট ছেলে গ্রামের জনৈক ব্যক্তির মেয়ের সঙ্গে গোপন প্রেমে মেতেছে, তাদের অবিলম্বে বিয়ে করতে হবে। তাতেও সাধু রাজী না হওয়ায় রাজনীতির দাপটে গ্রাম্য বিচারে কন্যাপক্ষ ও পাত্রপক্ষ ক এক হাজার টাকা করে জরিমানা করে ঘটনাটি মিটিয়ে দেয়। কিন্তু দু'হাজার টাকা আদায় (৩য় পৃষ্ঠায়)

জেলায় প্রথম মেশিনে রেশম সুতো পাকানো প্রকল্প

শান্তনু সিংহরায়, জঙ্গিপুর ঃ রেশম গুটি থেকে সুতো এবং সেই সুতো যন্ত্রের দ্বারা পাকিয়ে গরদ, সিল্ক প্রভৃতি কাপড়ের সুতো তৈরীর প্রকল্পের উদ্বোধন হ'ল গত ৬ জুন রঘুনাথগঞ্জ ২ ব্লকের মিঠিপুরের পানানগর গ্রামে। ক্ষুদ্র শিল্পী নজরুল ইসলামের ব্যক্তিগত উদ্যোগে এবং রঘুনাথগঞ্জ রেশম বিভাগের সহায়তায় স্থাপিত এই প্রকল্পের উদ্বোধন করেন মহকুমা শাসক দেবব্রত পাল। যন্ত্রস্থাপনে প্রায় ৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। ২ লক্ষ টাকা সরকারী ঋণ হিসাবে এবং বাকী টাকা ব্যক্তিগত ঋণ হিসাবে গৃহীত হয়। শিল্পোদ্যোগী নজরুল ইসলাম তাঁর বক্তব্যে এই শিল্পের বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরেন। মহকুমা শাসক দেবব্রত পাল বলেন পশ্চিমবঙ্গ এই শিল্পের একদা জনক হলেও আজ তার স্থান কর্ণাটকের অনেক নীচে। মূল বাজার ব্যাঙ্গালোরে হওয়ায় অনেক অসুবিধা হয়। এছাড়াও অনুষ্ঠানে জেলা পরিষদ সদস্য মহঃ গিয়াসুদ্দিন, ডি, আই. সি ম্যানেজার শ্রীজানা, (৩য় পৃষ্ঠায়)

ধান উৎপাদনে মুর্শিদাবাদ প্রথম স্থানে

নিজস্ব সংবাদদাতা : মুর্শিদাবাদ জেলা ১৯৯৬-৯৭ বর্ষে ধান উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করেছে বলে জানা যায়। আমাদের সংবাদদাতা কমলারঞ্জন প্রামাণিক এ ব্যাপারে মহকুমা কৃষি আধিকারিক সামসুদ্দিন আমেদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি জানান এ সংবাদ চাষীদের যতটা আনন্দ দিয়েছে, ঠিক ততটাই আনন্দ দিয়েছে কৃষি দপ্তরের কর্মীদের। জেলায় খারিফ, বোরো ও আউশ ধান চাষ হয়। এই চাষে জৈব সার সুপার ফসফেট পটাশ না দিয়ে এ যাবৎ চাষীরা ইউরিয়া দিয়ে চাষ করতো। রোগপোকা না লাগলেও বিষাক্ত কীটনাশক সাবধানতার জন্য প্রয়োগ করতো। এতে পরিবেশ দূষিত হয়ে উন্নতমানের ফসল ফলতো না। ১৯৯৫ সালে বিভিন্ন ব্লকে ৩৫ জন (শেষ পৃষ্ঠায়)

মিয়াপুর বাণীপুরের ব্যবসায়ীদের ডাকঘরের দাবী

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকের মিয়াপুর, বাণীপুর, উমরপুর প্রভৃতি ব্যবসা-বহুল বিশাল এলাকার জন্য একমাত্র ডাকঘর ঘোড়শালা। তাও সেটি একটি ই, ডি, সাব পোষ্টাফিস। ঐ বিশাল এলাকার চিঠিপত্র বিলি করার জন্য একটি মাত্র ইডি নিযুক্ত আছেন। যার ফলে ডাক পরিষেবা বিঘ্নিত হচ্ছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে মিয়াপুর ও তৎসংলগ্ন বাণীপুরের জনগণ তাঁদের ব্যবসায়ীক প্রয়োজনে আরও একটি ডাকঘরের দাবী জানাচ্ছেন বাণীপুর এলাকায়। ডাক কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেবেন বলে অধিবাসীরা মনে করেন।

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার ?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারাবার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার ॥
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৮শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৪০৪ সাল।

॥ বিক্ষোভ—আগুন—লাঠি ॥

এই নিবন্ধের শিরোনাম গত শুক্রবার রাত্রিতে হাওড়া রেলষ্টেশনে যে কাণ্ডকারখানা ঘটিয়াছিল, তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে। আপ ব্যাণ্ডেল লোকাল ট্রেনটি ছাড়িতে অযথা বিলম্ব করায় গৃহে প্রত্যাগমনকারী যাত্রীরা ধৈর্য্য হারান এবং নিজ হাতে আইন গ্রহণ করেন বলিয়া জানা যায়। আর এই সব কাণ্ডকারখানা আজকাল বিরল নহে।

খবরে প্রকাশ, উক্ত আপ ব্যাণ্ডেল লোকাল ট্রেনটি ছাড়িতে বিলম্ব হওয়ার কারণ রেলকর্তৃপক্ষের তরফ হইতে ঘোষণা করা হয় নাই। যাত্রীবোঝাই ট্রেন থামিয়া রহিয়াছে। গুমোট গরমে ট্রেনের মধ্যে যাত্রীদের দম বন্ধ হইবার উপক্রম। তদুপরি গৃহে ফিরিবার প্রচণ্ড ব্যস্ততা। ফলে যাত্রীদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়া যাওয়া স্বাভাবিক। জানা যায় যে, এই গাড়ী ছাড়িবার সিগনাল হইলে যাত্রীদের উত্তেজিত একাংশ ড্রাইভার ও গার্ডের কেবিনে ভাঙচুর চালায়; ড্রাইভারকে প্রহার করে এবং কেবিনে অগ্নিসংযোগ করে। জনতাকে ছত্রভঙ্গ করিতে পুলিস বেধড়ক লাঠিচার্জ করে।

যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়াইয়া পড়ে। ঘরে ফিরিবার তাড়া ও উদ্বেগ, ষ্টেশনচত্বরে লড়াইয়ের পরিস্থিতি ইত্যাদিতে তাঁহারা দিশাহারা হইয়া পড়েন। ড্রাইভারের উপর যে হেনস্থা চালান হয়, তাহাতে গার্ড ও ড্রাইভার গাড়ীতে উঠিতে নারাজ হন। কর্ড লাইন ও মেন লাইনে লোকাল ও দুরপাল্লার ট্রেনগুলি চলিতে পারে নাই। হাওড়াগামী অনেক ট্রেন বিভিন্ন জায়গায় থামিয়া থাকে। ষ্টেশনচত্বরে যাত্রীদের দৌড়াদৌড়ি, টেম্পো, ম্যাটাডোর ইত্যাদি যানবাহন ধরিয়া বাড়ী ফিরিবার ব্যস্ততার সুযোগ সমাজবিরোধী দল গ্রহণ করিতে থাকে। সাবওয়ের গেটগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়ায় অনেকেই পালাইতে না পারিয়া ইটপাটকেল ও লাঠির আঘাত সহ্য করিতে বাধ্য হন। এইসব অসহায় যাত্রীরা কে কখন গন্তব্যস্থলে পৌঁছাইতে পারিয়াছিলেন, তাহার সংবাদ পাওয়া সম্ভব নহে। তবে যাত্রীদের অনেকেই সেদিন সমাজবিরোধীদের হাতের শিকার হইয়াছিলেন, তাহা জানা গিয়াছে।

ব্যবসায়িক কেনাকাটা, অফিস, কলকারখানায় কর্মে যোগদান, মামলা-মোকর্দমা দেখাশুনা, চিকিৎসার সুযোগগ্রহণ, স্কুল কলেজ ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাওয়া ইত্যাদি বহু কর্মোপলক্ষে মানুষের যাতায়াতের জন্য লোকাল ট্রেনগুলির গুরুত্ব অপরিসীম। এই সব গাড়ী দেরী করিয়া ছাড়িলে বা দেরীতে পৌঁছাইলে যে অসুবিধার সম্মুখীন সকলকে হইতে হয়, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। রেলকর্তৃপক্ষ উল্লেখিত আপ ব্যাণ্ডেল লোকাল ট্রেনটি ছাড়িতে দেরী হওয়ার কথা ঘোষণা করিলে পরিস্থিতি এমন হইত না। যিনি যেমনভাবে পারিতেন, গৃহে ফিরিবার ব্যবস্থা করিতেন। তাহা ছাড়া, আরও কথা আছে। লোকাল ট্রেনগুলি ছাড়িবার ও পৌঁছিবার নির্দিষ্ট সময় যাহাতে ঠিক থাকে, তাহা দেখা রেলকর্তৃপক্ষের অবশ্য কর্তব্য। দুঃখের বিষয় আজকাল 'ওয়ার্ক কালচার' বলিয়া যেন কিছু নাই।

আরও একটি কথা। দিন বদলাইয়াছে। মানুষ যখন-তখন নিজ হাতে আইন লইতেছে। অশান্তি তাহাতে না কমিয়া বরং বাড়িয়া যাইতেছে। ছা-পোষা মানুষদের দুর্গতির একশেষ হইতেছে।

আপ ব্যাণ্ডেল লোকালটি ঘোষণা ব্যতিরেকে ছাড়িতে বিলম্ব হওয়া যেমন সমর্থন করা যায় না, তেমনই সমর্থনযোগ্য নয় জনতার উত্তেজনার বশে ভাঙচুর-শারীরিক নিপীড়ন করা।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

জ্বালানী গ্যাসের সংকট

প্রায় ২ মাস ধরে জঙ্গীপুর পৌরশহর এলাকায় জ্বালানী গ্যাসের সংকট চলছে। প্রয়োজন অনুযায়ী গ্যাস সিলিণ্ডারের সরবরাহ না থাকায় এই সংকট তীব্র আকার ধারণ করেছে। বুকিং করবার প্রায় ৩৫/৪০ দিন পর একটা সিলিণ্ডার গ্রাহকদের সরবরাহ করা হচ্ছে। ইণ্ডিয়ান অয়েল করপোরেশনের এরিয়া ম্যানেজারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে অভিযোগ জানিয়েও কোন প্রতিকার পাওয়া যাচ্ছে না। ক্রমবর্দ্ধমান গ্রাহক পরিষেবার চাহিদার কথা চিন্তা করে সংকারের উচিত ভারত পেট্রোলিয়াম গ্যাসের ডিলারশিপের অনুমোদন দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

কাশীনাথ ভকত, রঘুনাথগঞ্জ

রবীন্দ্র নজরুল জয়ন্তী

রঘুনাথগঞ্জ : গত ২০ মে রঘুনাথগঞ্জ চক্রের অন্তর্গত জেঠিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উদ্যোগে রবীন্দ্র নজরুল জয়ন্তী বিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রী ও শহরের কিছু শিল্পীর অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি সফল হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বিদ্যালয়ের সহশিক্ষক অম্বুজাপদ রাহা।

এক স্বাধীনতা সংগ্রামীর জবানবন্দী

বরুণ রায়

(দ্বিতীয় কিস্তির পর)

এদিকে পাশাপাশি গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের জন্য বামপন্থী আন্দোলন ও সংগ্রাম সাড়া জাগাল। এই সব আন্দোলনে সেদিন শচীন সেন, বীরেন চৌধুরী, কমল সাহা, জিতেন সাহা প্রভৃতি বহু কর্মী নিজেদের যুক্ত করেছিল। ডাঃ বিধান রায়ের বঙ্গ-বিহার-সংযুক্তি বিরোধী আন্দোলনে সামিল হয়ে আমরা কারারুদ্ধ হলাম। ট্রামভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলনে আমাদের উপর দিয়ে অত্যাচারের ষ্টিম রোলার চলল।

তারপর এল খাদ্য আন্দোলন। ১৯৬২, '৬৩, '৬৪ পর পর তিন বছর খাদ্য আন্দোলনে আমাকে জেলে যেতে হল। '৬৪ সালে খাদ্য আন্দোলনে বীরভূম কর্ডন ভাঙ্গাকে কেন্দ্র করে জঙ্গিপুরে ব্যাপক গণ-আন্দোলন রূপ নেয়। সাগরদিঘী থেকে প্রায় ৬৫ জন কারারুদ্ধ হয়। তাদের মধ্যে ছিল শীষমহম্মদ, সুধীর মুখার্জী, শচীন সেন, বীরেন চৌধুরী, অচিন্ত্য সিংহ, দেবব্রত ঘোষাল, কমল সাহা, তোরাব আলি, একরামুল হক বিশ্বাস প্রমুখ অগ্রগামী কর্মীরা। সে দিনের সেই বিস্ফোরক সংগ্রামের কথা জঙ্গিপুরের একটু বয়স্ক মানুষরা আজও ভোলেননি। সেদিন পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী আন্দোলনের জোয়ার এসেছিল।

নির্বাচনী সংগ্রামে আমার কোন আস্থা ছিল না। কিন্তু দলের নির্দেশে জঙ্গিপুর লোকসভা আসনে আমাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়েছিল। তারপর গঙ্গা ভাগীরথীর বুক দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গিয়েছে। বামপন্থী আন্দোলনের জোয়ারের মাথায় চড়ে নির্বাচনী লড়াই জিতে বামপন্থীরা পশ্চিমবঙ্গে শাসন ক্ষমতায় এল। শুরু হল ভোটকেন্দ্রিক নিয়মতান্ত্রিক নিরামিষ রাজনীতির যুগ। বিপ্লব প্রচেষ্টা, সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য পূরণের জন্য সংগ্রাম সব শিকেয় তোলা রইল। আবার আমরা আদর্শচ্যুত হলাম, পথভ্রষ্ট হলাম।

গদীর মোহ, ক্ষমতার স্বাদ, আরাম ও বিলাসিতার জীবন আদর্শবান বামপন্থী কর্মীদের গ্রাস করেছে। দেশের চেয়ে এখন পার্টি বড়, পার্টির চেয়ে গোষ্ঠী, গোষ্ঠীর চেয়ে আত্মস্বার্থ। গরীব মানুষের জন্য কারও মাথাব্যথা নাই। এম-পি, এম্-এল-এ, মন্ত্রী বা জেলা পরিষদের কর্তাব্যক্তি হতে হবে। নিদেনপক্ষে অঞ্চল বা গ্রাম পঞ্চায়েতের মুরুব্বি। যাদের সে ক্ষমতা নাই, তারা দাদাদের চামচেগিরি করে দুধে-ভাতে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা। শুরু হল সর্বত্র আখের গোছানোর রাজনীতি। দলের নেতা উপনেতারা আজ দুর্বৃত্ত ও (৩য় পৃষ্ঠায়)

সংগ্রামীর জবানবন্দী

(২য় পৃষ্ঠার পর)

মাস্‌লম্যানদের আশ্রয় দিয়ে পুলিশ ও প্রশাসনকে হাত করে ক্ষমতার গদী আঁকড়ে ধরতে চাইছে। শোষিত হচ্ছে অসহায় জনসাধারণ। ঘুষ, দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, ভ্রষ্টাচার। ভণ্ডামি, দুর্বলদের পীড়ন, নির্লজ্জ দলবাজী। রাজনীতি আজ পঙ্কশয্যায়। ইংরাজ আমলের সেই পরাধীনতার যুগেও রাজনৈতিক কর্মীরা তাদের ত্যাগ ও আদর্শ-নিষ্ঠার জন্য শত্রুমিত্র নির্বিশেষে সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিল। আজ রাজনৈতিক কর্মী-মাত্রই সাধারণ মানুষের কাছে ভীতির বস্তু, ঘৃণার পাত্র। রাজনীতিকে আমরা কোথায় টেনে নামিয়েছি।

চারিদিকে সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প, বিচ্ছিন্নতাবাদ, গোষ্ঠীকলহ। ভারতবর্ষের যুগসঞ্চিত মূল্যবোধ, নীতিজ্ঞান, ঐতিহ্য সবকিছু ধূলায় বিসর্জন দিয়ে পাশ্চাত্য ভোগবাদের পিছনে আমরা অন্ধের মত ছুটে চলেছি। আমরা শান্তি চাই না, সুখ চাই না। ষ্ট্যাটাসলুব্ধ পতঙ্গের মত আমরা সর্বনাশের দিকে ছুটে চলেছি।

এই স্রোতে যারা গা ভাসাতে পারবে না তারা এযুগে অচল। তারা নির্বোধ। সব পার্টির কাছে তারা পরিত্যাজ্য। অনুশীলন দলের অখণ্ড ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের আদর্শকে একদিন আমরা জীবনের ধ্রুবতারা করে নিয়েছিলাম। সমাজতান্ত্রিক ভারতবর্ষ গড়ার জন্য বৈপ্লবিক সংগ্রামের শপথ আমরা নিয়েছিলাম। সে সবকিছু ভুলে ক্ষমতা লোভীদের সঙ্গে আমরা একাসনে বসতে পারি না। আমরা কি তবে দেশের কাছে আজ অপ্রয়োজনীয়, মূল্যহীন? জীবনসায়াহ্নে স্বাধীনতা পূর্তির এই সুবর্ণ জয়ন্তী বৎসরে আজ যখন পিছন ফিরে আমাদের চাওয়া ও পাওয়ার হিসাব নিতে বসি তখন মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। (শেষ)

বিজেপি বিরোধ তুঙ্গে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হওয়ামাত্র আবার ঐ দাবী অর্থাৎ বিয়ে দেওয়ার দাবী আনা হয়। সাধু এবার থানায় কেস করেন। থানায় উভয় পক্ষকে ডাক দিয়ে সাধুর উপর বড়বাবু প্রবীর রায় গ্রামের মানুষের দাবী মেনে নিতে চাপ দেন। খবর পেয়ে বিজেপি নেতা চিত্ত মুখার্জী থানায় নিয়ে বড়বাবুকে এই মধ্যযুগীয় বর্বরতার কাছে নতি স্বীকার না করে আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নিতে দাবী করেন। অগত্যা বড়বাবু উভয় পক্ষকে আদালতের আশ্রয় নিতে বলেন। এর ফলে গ্রামে সাধুর উপর অত্যাচার বাড়তে শুরু করে। সাধু গ্রাম ছেড়ে চলে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছেন বলে জানা যায়। শোনা যাচ্ছে দীপকবাবু দারোগা সিপিএমের চাপের কাছে মাথা নীচু করে সাধুকে ডেকে পাঠিয়ে হুমকী দেন এক সপ্তাহের মধ্যে সব কিছু মিটিয়ে ফেলতে। না হলে গ্রামে অত্যাচার হলে তিনি সাধুকে কোন সাহায্য করবেন না, উপরন্তু তাঁদের লোকজনকে ধরে থানায় নিয়ে আসবেন। এরপর সাধু অগত্যা গ্রামে সিপিএমের সঙ্গে একটা আপোষ করার চেষ্টা চালাচ্ছেন। চিত্ত মুখার্জী আরও বলেন তারা জেলা এসপিডিআরের সঙ্গে যোগাযোগ করে ব্যবস্থা নেবার কথা ভাবছেন এবং যদি গ্রামে অশান্তি বৃদ্ধি পায় তবে থানার ঐ দারোগাই দায়ী হবেন বলে জানান।

পাকানো প্রকল্প

(১ম পৃষ্ঠার পর)

রেশম উপ-অধিকর্তা পি. কে. দাম বক্তব্য রাখেন। এই প্রকল্পে বর্তমানে ১২ জন যুবক-যুবতী নিযুক্ত আছেন। মির্জাপুরের পবনকুমার জৈন ব্যক্তিগতভাবে ঋণ দিয়ে প্রকল্পটি স্থাপনে সহায়তা করেন বলে জানা যায়। কাষ্টমস্, পুলিস ও বিএসএফের অত্যাচার থেকে শিল্পীদের বাঁচাতে জেলা পরিষদ সদস্য গিয়াসুদ্দিন মহকুমা শাসকের হস্তক্ষেপ দাবী করেন। মহকুমা শাসক এ ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা নেবার প্রতিশ্রুতি দেন। উল্লেখ্য সম্প্রতি বাংলাদেশ থেকে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের (NGO) ১০ জনের দল কো-অর্ডিনেটর সুলতান আলমের নেতৃত্বে পঃ বঙ্গের বিভিন্ন জেলার সঙ্গে জঙ্গিপুর মহকুমায় রেশম শিল্প সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা নিয়ে গেলেন।

পাঠকদের কাছে অনুরোধ

'জঙ্গিপুর সংবাদ' এর স্থানীয় হকার সর্বেশ্বর ঘোষের সঙ্গে বর্তমানে আমাদের কোন যোগাযোগ নাই। যে সব পাঠক নগদ দামে তাঁর কাছ থেকে পত্রিকা নিতেন, তাঁরা সরাসরি আমাদের দপ্তরে নাম নথিভুক্ত করলে আমরা পত্রিকা পৌঁছে দেব।

কর্মাধ্যক্ষ—জঙ্গিপুর সংবাদ

ছাত্র ভর্তি সমস্যা নিয়ে লাগাতার আন্দোলনের হুমকি

ধুলিয়ান: গত ২৪ মে স্থানীয় এসএফআই দলের পরিচালনায় মোক্তার হোসেন ও সুজন সিংহের নেতৃত্বে কাঞ্চনতলা হাইস্কুলে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ভার-প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক রমজান আলী স্কুলের স্থান সংকুলান না হওয়ায় পঞ্চম ও নবম শ্রেণীতে আর ছাত্র ভর্তি সম্ভব নয় বলে জানান। এবং এসএফআই এর পঞ্চম শ্রেণীতে ১৫০ জন ও নবম শ্রেণীতে ৮০ জন ছাত্র ভর্তির দাবী বাতিল করে দেন। পাল্টা হিসাবে এসএফআই লাগাতার ছাত্র আন্দোলন চালিয়ে যাবার হুমকি দেয় বলে খবর।

ETDC

(A unit of Govt. of West Bengal)

Stands for Quality & Reliability

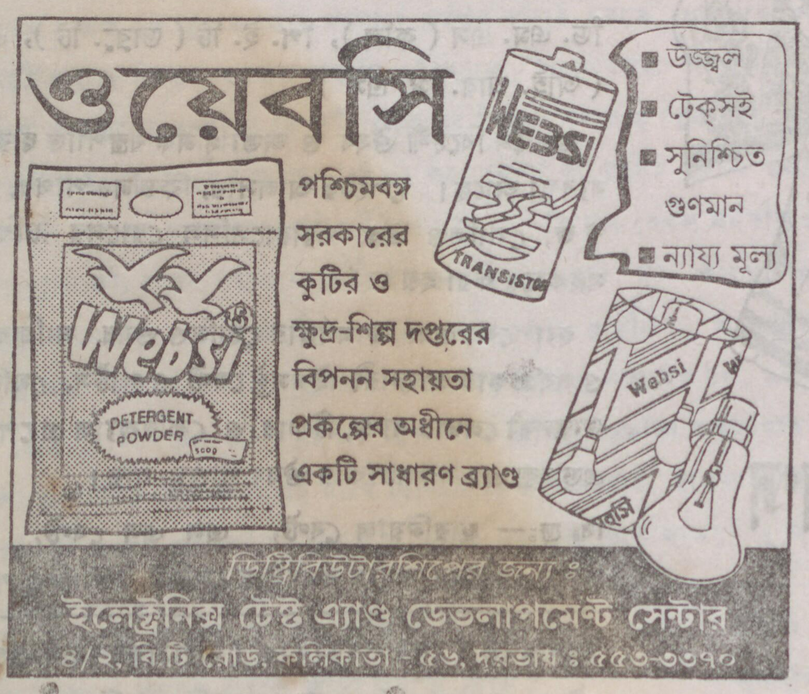

ঠিকাদার গ্রেপ্তার (১ম পৃষ্ঠার পর)

পাওয়া যায়নি বলে খবর। তল্লাসীর সময় তোয়াব আলি বাড়ীতে ছিলেন না। জাল ভাওচারগুলি ধুলিয়ান ডাকবাংলোর একটি প্রেস থেকে ছাপা হয়েছে বলে পুলিশ জানতে পারে। সিপিএম জেলা নেতৃত্ব এ ঘটনায় বিব্রত। এখন এটাকে ধামাচাপা দেবার চেষ্টা হচ্ছে বলে শোনা যাচ্ছে। পঞ্চায়েত বিভাগের কোটি কোটি টাকা এই-ভাবে রাজনৈতিক দল সমর্থিত ঠিকাদারদের দ্বারা তছরূপ করা হয়েছে বলে সন্দেহ। জেলার কিছু ঠিকাদার এই কেলেঙ্কারীর ঘটনা নিয়ে বিহারের গাওলা কেলেঙ্কারীর মতো সিবিআই তদন্ত দাবী করেন। তাঁরা মনে করেন সঠিক তদন্ত হলে বড় বড় নেতাদের হাতও কেলেঙ্কারীর মধ্যে আছে তা প্রকাশ পাবে।

মুর্শিদাবাদ প্রথম স্থানে (১ম পৃষ্ঠার পর)

চাষীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। কীটনাশক অযথা প্রয়োগ না করে বন্ধুপোকা চিনিয়ে তাদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেবার শিক্ষা দেওয়া হয়। জমিতে জৈব সার সুপার ফসফেট সঠিকভাবে প্রয়োগ পদ্ধতিও শেখানো হয়। সরকারের এই সব প্রচার জঙ্গিপুর সংবাদ পত্রিকা মারফৎ চাষীদের গোচরে আনার ফলে চাষীরা চাষের আধুনিকতম পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারায় এই উন্নতি সম্ভব হয়েছে বলে সকলে মনে করেন। কৃষি দপ্তর মনে করে ২ হাজার সালের মধ্যে খাদ্যশস্য উৎপাদনে আরও উন্নতি সম্ভব হবে।

বিজ্ঞপ্তি

হেলথ্ নার্সিং ও প্রাইভেট প্রাইমারী টিচার ট্রেনিং-এ ভর্তি চলিতেছে (জেলা রেডক্রশ সোসাইটির সহযোগিতায়)। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীতে প্রাতঃ বিভাগে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি চলিতেছে গার্লস স্কুলে।

যোগাযোগ কেন্দ্র—

শ্রীমা শিল্পনিকেতন (পণ্ডিত প্রেসের নিকট)

রঘুনাথগঞ্জ মাষ্টারপাড়া

বিশেষ আকর্ষণ ঃ বিভিন্ন ডিজাইনের পছন্দ ও টেকসই **কোবরা** ছাপা শাড়ী।

আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ
পিওর সিল্কের প্রিন্টেড
শাড়ীর নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া নন্দী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ॥ গনকর

ফোন নং ঃ গনকর ৬২০২৯

জায়গা বিক্রি

রঘুনাথগঞ্জ এফ, সি, আই গোডাউনের নিকট দুটি বাড়ির প্লট বিক্রয় আছে (৩০ ফুট×৩৭½ ফুট/৫০ ফুট×২৯ ফুট)।

যোগাযোগ করুন—

উল ভাণ্ডার, ফুলতলা, রঘুনাথগঞ্জ।

ফোন—৬৬৩৯৯ (দোকান), ৬৬৭৯৯ (বাড়ী)।

কার্ডস ফেয়ার

এখানে সবরকমের কার্ড পাওয়া যায়।

রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ

ফোন ঃ ৬৬২২৮

পছন্দসই টেকসই

সব বয়সেই মানানসই

রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১

রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ

(হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেণ্ট সেণ্টার)

রেজিঃ নং—২০ ★ তারিখ—২১-২-৮০

গ্রাম মির্জাপুর ॥ পোঃ গনকর ॥ জেলা মুর্শিদাবাদ

ফোন নং—৬২০২৭

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল, জামদানী জাকার্ড, সার্টিং থান ও কাঁথাষ্টিচ শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

✪ *সততাই আমাদের মূলধন* ✪

সনাতন দাস	*ধনঞ্জয় কাদিয়া*	*সনাতন কালিদহ*
সভাপতি	ম্যানেজার	সম্পাদক

আপনাদের সেবায় দীর্ঘ পনের বছর যাবৎ নিয়োজিত

✚ অন্নপূর্ণা হোমিও ক্লিনিক ✚

রঘুনাথগঞ্জ ★ ফুলতলা ★ মুর্শিদাবাদ

(সবজী বাজারের বিপরীত দিকে)

প্রোঃ প্রখ্যাত হোমিও চিকিৎসক—*ডাঃ সাহা*

ডি. এম. এস (কলি), পি. ই. টি (ডাব্লু. টি), এফ. ডাব্লু. টি (আই. আর. সি. এস)

এখানে বিদেশী ঔষধ ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। পেটের আলসার, কিডনির পাথর, বন্ধ্যা, কানের পুজ, পোলিও এবং প্যারালেসিস রোগের চিকিৎসা গ্যারাণ্টি সহকারে করা হয়।

হ্যাপকো এবং জার্মানীর হোমিও ঔষধ, সার্জিক্যাল, ডেণ্টাল ও সর্বপ্রকার ডাক্তারী ইনসট্রুমেণ্ট ও পার্টস, মেডিক্যাল পুস্তক, ডাক্তারী লেদার ব্যাগ, টিঞ্চার ও কেমিক্যাল গ্রুপের ঔষধ, ফার্ষ্ট-এড বক্স এর সকলপ্রকার ঔষধ পাওয়া যায়।

বিঃ দ্রঃ— হারনিয়াল বেল্ট, এল এস বেল্ট, সারভাইক্যাল কলার, কানের ভল্যুম কনট্রোল মেসিন ইত্যাদিও পাওয়া যায়।

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অমুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।